দৈনিক সংবাদ

JUL 20 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৭

শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়া

ছাত্র রাজনীতি নয়, সন্ত্রাসই বড় সমস্যা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ বলেছেন, ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি নয় সন্ত্রাস হচ্ছে শিক্ষাঙ্গনের প্রধান সমস্যা। সন্ত্রাস দমন না করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে কোন ফল পাওয়া যাবে না। শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করার যে সুপারিশ করা হয়েছে সে সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা সংবাদকে এ অভিমত দেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করার যৌক্তিকতা কতটুকু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেন, গত দিনগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে সন্ত্রাস, খুন, চাঁদাবাজি, অপহরণ— এমন যত ঘটনা ঘটেছে তার সঙ্গে ছাত্র রাজনীতির কোন যোগ ছিল না। এখন এসব অপকর্মের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ না নিয়ে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার কথা বলা হচ্ছে। আসলে তারা নিজেদের ব্যর্থতাকেই তুলে ধরছে। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হলেই এসব অপকর্ম বন্ধ হবে— এমন কোন কথা নেই।

তিনি বলেন, দেশের সবক্ষেত্রে এখন সন্ত্রাস, দখল, চাঁদাবাজি, লুটপাট চলছে— এসব বন্ধ করার জন্য কি আমরা জাতীয় রাজনীতি বন্ধ করে দেয়ার কথা ভাবতে পারি?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. আ. আ. ম. স. আরেফিন সিদ্দিক বলেন, গত কিছুদিন ধরে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি নিয়ে যা বলা হচ্ছে সেটাও এক ধরনের সস্তা রাজনীতি। সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য এসব কথা বলা হয়। সংস্কার কমিটির রিপোর্টে যা বলেছে তাতে সেইসব সস্তা কথাই প্রতিফলিত হয়েছে। তাছাড়া কমিটি পরিকল্পিতভাবে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের বক্তব্য চাপিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করছে। রিপোর্ট তৈরিতে সব ধরনের বিচার বিবেচনা করা হয়নি।

দেশে যখন সামরিক শাসক, স্বৈরশাসক চেপে বসে, যখন দেশে গণতন্ত্র হত্যা করা হয়, তখন প্রথম প্রতিবাদী হয় ছাত্ররা। এজন্য সামরিক বা স্বৈরশাসকরা ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে বলে। এখনও সেভাবেই বলা হচ্ছে। এটা যারা বলে তারা গণতান্ত্রিক শক্তি নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক বলেন, বাংলাদেশে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে উন্নত করার জন্য আমার মতে বেশি করে ছাত্র রাজনীতি চালু করা উচিত। তবে সে রাজনীতি হবে ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী, দেশপ্রেম, সমাজ সচেতনতা— এসব গড়ে তোলার জন্য। এজন্য কলেজ, ছাত্র সংসদ, হল, ডাকসু— সব সংগঠনের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন হতে হবে। ছাত্ররাই এসব করবে, শিক্ষকরা সহযোগিতা করবে। এসব কর্মকাণ্ড না থাকলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না। তিনি বলেন, ছাত্র রাজনীতি বলতে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি বোঝায় না। বাইরের লোকেরা সন্ত্রাসীদের পুষে পরিবেশ নষ্ট করছে।

তিনি বলেন, যারাই সরকারে যায় হীনদলীয় স্বার্থে শিক্ষকদের ব্যবহৃত করে বিভিন্ন সরকারি পদে বসায়। আবার তাদেরই সিন্ডিকেটের সদস্য করে। এসব বন্ধ করা দরকার। এজন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের অনুশীলন দরকার। উন্নত দল হলে উন্নত রাজনীতি হবে, উন্নত রাজনীতি হলে উন্নত সরকার হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক শাখাওয়াত আলী খান বলেন, ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বলে আলাদা কোন রাজনীতি নেই। আর রাজনীতি বলতে যা বোঝায় তা করার সুযোগ শিক্ষাঙ্গনে নেই। বাইরে গিয়ে যদি কেউ রাজনীতি করতে চায় তবে তা করতে দেয়া উচিত, সে অধিকার তার আছে। ছাত্ররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মেনে পড়াশোনা করবে, শিক্ষার প্রয়োজনে

সন্ত্রাস ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

সন্ত্রাস ঃ বড় সমস্যা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জোর দাবি জানাল তা তুলে ধরছে— এটাই বাস্তবতা। এর মধ্যে রাজনীতির কি সম্পর্ক, তাহলে কোন রাজনীতি বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে? ছাত্রদের মধ্যে গোষ্ঠীগত রাজনীতি নয়, সত্যিকারের অধ্যয়নের জন্য রাজনীতি করা দরকার। তিনি বলেন, '৭০ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে জাতীয় রাজনীতি করতে পারবেন। কেউ চাইলে রাজনীতি করবেন, কেউ না চাইলে করবেন না। এ অধিকার বন্ধ করা হবে কেন? প্রবীণ শিক্ষাবিদ অধ্যাপক কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, আজ রাজনীতিবিদদের যে দুর্দশা, তা হয় রাজনীতির কারণে। তাছাড়া আমাদের রাজনীতিতে রাজনৈতিক ধারার যে অভাব, গণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে যে সংকট, তা অনেকটাই হয় রাজনীতির হাত ধরে এসেছে। এতদিন অর্জনের পর এখন হয়ে রাজনীতি বন্ধের প্রশ্ন ওঠে কেন?

তিনি বলেন, সন্ত্রাসের দোহাই দিয়ে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা মাথা ব্যথার জন্য মাথা কেটে ফেলার শামিল। এ নীতির সঙ্গে আমি একমত নই।

আর সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি এসব ছাত্র রাজনীতি নয়। এসব কঠোর হাতে দমন করা দরকার। তাহলেই শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

ইতিহাসের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, যাদের নিয়ে শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে তাদের যোগ্যতা এবং জাতীয় ক্ষেত্রে ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির এক গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। কিন্তু সে রাজনীতি এখন যা চলছে তা নয়। এখন সমাজনীতি হয়ে রাজনীতি বন্ধ করার জন্য আইন করার দরকার নেই, জাতীয় নেতৃবৃন্দের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার দরকার।

তিনি বলেন, ছাত্র-শিক্ষকদের রাজনীতি করার অধিকার আছে, তবে তা যেন শিক্ষার পরিবেশ ক্ষুণ্ন না হয়ে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, '৭০-এর অধ্যাদেশে প্রক্টরিয়ালের ব্যবস্থা নেই। এজন্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অযোগ্য লোক প্রক্টরিয়ল পদে আসীন হতে পারছে। এটা পরিবেশ প্রতিষ্ঠার কারণ। অরাজনীতি

[illegible]

দরকার। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] করার অধিকার কারো নেই। এজন্যও সরকারি হস্তক্ষেপের মতো শিক্ষকদের এক্তিয়ার তৈরির যে কথা কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, তা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না।

সংবাদের প্রতিক্রিয়া ঃ [illegible] সম্প্রতি সংবাদে বলা হয়েছে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের নামে তারা ছাত্রদের সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুণ্ন করে দিতে চায়। এ [illegible] রাজনীতিতে গলদ রেখে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব কোনভাবে সমর্থনযোগ্য নয়।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি [illegible] ও সাধারণ সম্পাদক [illegible] এক বিবৃতিতে বলেছে যে, মূল আসল এই বিবৃতিতে বলেছে শিক্ষা সংস্কার কমিটি নামে বিএনপি রাজনীতির সাথে জড়িতদের নিয়ে যে কমিটি শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সুপারিশ করেছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

তাদের সুপারিশ হলো, শেখের [illegible] দূর করতে যৌথভাবে যেন উদ্যোগ নেয়ার মতো। বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সকল প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সকল শিক্ষকদের মধ্যে সরকারি ছাত্র সংগঠন বর্তমান সরকার কর্তৃক আসার পর যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যতগুলো খুন হয়েছে [illegible] প্রতিটির সঙ্গে ছাত্রদল-শিবির জড়িত চট্টগ্রাম মেডিকেল, হুয়েটের [illegible] খালেদা জিয়া প্রতিষ্ঠান সরকারিদের মন্ত্রীদের পেশা মজানো বন্ধ করে দিয়ে জিয়া নিতে বাধ্য করেছে। সেই সন্ত্রাস মন্ত্রীদের প্রশ্রয় দেয়ার বন্ধ পরিষ্কার নিয়মিতভাবে বন্ধ নেই হয়েছে। সুতরাং [illegible] সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দিয়ে আবার শিক্ষাঙ্গনে পরিবেশ রক্ষার নামে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ সংসদীয় মায়ের মায়ের পুত্র শোকে [illegible]